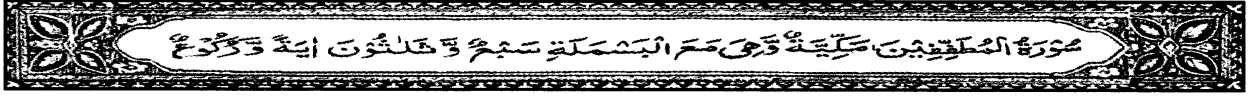


সূরা আল মুতাফ্ফেফীন-৮৩

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

মানুষকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে ক্রটিপূর্ণ মাপ ও ওজন ব্যবহার করাকে অতিশয় ঘৃণ্য অপরাধ বলে নিন্দা করার মাধ্যমে সূরাটি শুরু হয়েছে। বিজ্ঞ তফসীরকারগণের মতে সূরাটি মক্কী-জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি ও মুইর এর অবতীর্ণকাল নবুওয়তের ৪র্থ বৎসরে নির্ধারিত করেছেন। পূর্ববর্তী সূরাতে কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল যে তাদের কার্যকলাপের জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষতিসমূহ তাদেরকেই পূরণ করতে হবে। কেননা বিচারের দিন অন্যের আত্ম-বলিদান কিংবা অন্যের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না। পূর্ববর্তী সূরাতে সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাটিতে মানুষ-মানুষে সম্পর্কের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এতে উপস্থাপন করা হয়েছে যে শক্তিদ্র জাতিগুলো দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলোর স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাকে হরণ করে তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করবে। এ সব অন্যায়কারী ও অসাধু জাতিকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তারা কখনো বিনা শাস্তিতে পার পাবে না। সর্বপ্রকার ভয়াবহতাসহ 'হিসাব-নিকাশের দিন' তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।



সূরা আল মুতাফ্ফেফীন-৮৩

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ৩৭ আয়াত এবং ১ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। *দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়,

وَيَلُمُّ الْمُطَفِّفِيْنَ ②

৩। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার বেলায় পুরোপুরি নেয়,

الَّذِيْنَ اِذَا اُكْتَالُوْا عَلٰى النَّاسِ يَشْتَوْ فُوْنَ ③

৪। *কিন্তু যখন তারা অন্যকে মেপে দেয় অথবা তাদেরকে ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।

وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ زَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ④

৫। তারা কি বিশ্বাস করে না, তারা পুনরুত্থিত হবে

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ⑤

৬। এক মহাদিবসের (মহাবিচারের) জন্য^{৩২৮},

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑥

৭। যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে দাঁড়াবে?

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑦

৮। সাবধান! নিশ্চয় পাপাচারীদের কর্মলিপি 'সিজ্জীনে'^{৩২৯} সংরক্ষিত রয়েছে।

كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْفَجَّارِ لَفِيْ سَجِيْنٍ ⑧

৯। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে 'সিজ্জীন' কী?

وَمَا اَدْرٰكَ مَا سَجِيْنٌ ⑨

১০। (তা) এক লিখিত কিতাব^{৩৩০}।

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ⑩

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ১১ঃ৮৫; ২৬ঃ১৮২-১৮৪; ৫৫ঃ৯ গ. ৫৫ঃ১০।

৩২৮। ইহজীবনের পরে মানবের জন্য একটি 'হিসাব-নিকাশের' দিন অবশ্যই রয়েছে। সেদিন মানুষকে তাদের মালিক ও প্রভুর কাছে ইহকালীন জীবনের কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে। কিন্তু ইহকালেও জাতি বিশেষের জন্য 'হিসাবের দিন' এসে যায় যখন তাদের কুর্কম সকল সীমালঙ্ঘন করে ফেলে। তখন তাদের নিকট থেকে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়া হয়।

৩২৯। 'সিজ্জীন' শব্দটি অনেক তফসীরকারের মতে অনারবী শব্দ। কিন্তু ফার্সি, যাজ্জাজ, আবু উবায়দা এবং মুবাররাদ প্রমুখ খ্যাতনামা পণ্ডিত বলেন, এটি একটি আরবী শব্দ যা 'সাজানা' থেকে এসেছে। 'লিসান' এ শব্দটি 'সিজ্জ' (কারাগার) এর সমার্থক মনে করেন। 'সিজ্জীন' একটি রেজিস্টার, ফিরিস্তি বা পুস্তক, যাতে পরকালের জন্য মন্দ লোকদের দুর্কর্মের তালিকা সংরক্ষিত রাখা হয়। শব্দটির অন্যান্য অর্থ হলো : শক্ত বস্তু, কঠোর ও ভয়ঙ্কর, চলমান, স্থায়ী বা চিরস্থায়ী (লেইন)।

৩২৯০। 'সিজ্জীন' শব্দটির তাৎপর্য হলো, দুষ্কৃতকারী অবিশ্বাসীরা ভয়ঙ্কর দীর্ঘমেয়াদী শাস্তি পাবে, অথবা আয়াতটি এও বুঝাতে পারেঃ দুর্কর্মকারীদেরকে অতিশয় অপমানজনক ঘৃণ্য স্থানে রাখা হবে, যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। এটাই তাদের ব্যাপারে অটল সিদ্ধান্ত। অথবা 'সিজ্জীন' ও 'ইল্লীয্যুন' দুটি শব্দ দ্বারা কুরআনের দুটি অংশকে বুঝাতে পারে। 'সিজ্জীন' কুরআনের সেই অংশের নাম, যা ঐশী-বাণী অস্বীকারকারীদের কীর্তিকলাপ ও শাস্তিপূর্ণ পরিণতির বিষয়াদি বিবৃত করে, আর 'ইল্লীয্যুন' কুরআনের অপরাধের নাম যা ধার্মিক বান্দাদের সৎকার্যাদির বিবরণ ও তাদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারাদির বর্ণনা প্রদান করে। এ হিসাবে এ আয়াতের অর্থ হবে, যে সব সিদ্ধান্ত কুরআনের এ দুটি অংশে বিবৃত হয়েছে তা অটল ও অপরিবর্তনীয় থাকবে।

১১। সেদিন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ,

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

১২। যারা বিচারদিবসকে প্রত্যাখ্যান করে।

الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بَيُّومِ الدِّينِ ۝

১৩। আর প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী ঘোরতর পাপিষ্ঠ ছাড়া অন্য কেউ একে প্রত্যাখ্যান করে না।

وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝

১৪। *তার কাছে যখন আমাদের আয়াতসমূহ পড়া হয় তখন সে বলে, ‘এ তো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী।’

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

১৫। কখনো না, বরং তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।

كَلَّا بَلْ عَزَّ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

১৬। *সাবধান! সেদিন তাদের প্রভু-প্রতিপালকের (দর্শন^{৩২৯১}) থেকে তাদের অবশ্যই আড়াল করে রাখা হবে।

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَّحْجُوبُونَ ۝

১৭। গ-এরপর তারা নিশ্চয় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۝

১৮। এরপর তাদের বলা হবে, ‘এতো তা-ই যা তোমরা *প্রত্যাখ্যান করতে।’

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۝

১৯। সাবধান! নিশ্চয়ই পুণ্যবানদের কর্মলিপি ‘ইল্লীয্যনে’ সংরক্ষিত রয়েছে^{৩২৯২}।

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّيْنَ ۝

দেখুন : ক. ৮ঃ৩২; ১৬ঃ২৫; ৬৮ঃ১৬ খ. ৩ঃ৭৮ গ. ২৩ঃ১০৪; ৮২ঃ১৬ ঘ. ৫২ঃ১৫।

৩২৯১। মু‘মিনদের ভাগ্যে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ দু’ পর্যায়ে ঘটে থাকে। আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর প্রতি তাদের আস্তা যখন পূর্ণ মাত্রায় ও দৃঢ়তার সাথে স্থাপিত হয় সে পর্যায়ে প্রথমবারের মত তারা আল্লাহকে দেখে। এ দর্শনের দ্বিতীয় স্তর তখন উপস্থিত হয় যখন আল্লাহ তাআলা নিজ অস্তিত্বের জ্ঞান দ্বারা তার বান্দাকে সন্দেহমুক্ত করেন। পাপিষ্ঠরা তাদের পাপের কারণে শেষ-বিচারের দিনেও আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে, ইহকালে তো এ মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবেই।

৩২৯২। ‘ইল্লীয্যন’ শব্দটি অনেকের মতে ‘আলা’ থেকে এসেছে। ‘আলা’ অর্থ ‘এটি উচ্চ ছিল’ বা ‘উচ্চ হয়েছিল।’ অতএব ‘ইল্লীয্যন’ অর্থঃ অতি উচ্চ মর্যাদার স্থান যা ধার্মিক মু‘মিনরা লাভ করবেন। ‘মুফরাদাত’ অনুযায়ী ‘ইল্লীয্যন’ অর্থ সে সকল বিশিষ্ট নির্বাচিত মু‘মিন যারা আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে অন্যান্য মু‘মিন থেকে উর্ধ্বে প্রধান্য পাবে। শব্দটি পবিত্র কুরআনের সে অংশকেও বুঝায় যাতে মু‘মিনদের জন্য অবধারিত উন্নতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শব্দটির অর্থ বেহেশত (কাসীর)। আর ইমাম রাগেব বলেন, এর অর্থ বেহেশতবাসীগণ।

২০। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে, ‘ইল্লীয্যুন’ কী^{২২৩৩}?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيْنَا ۚ

২১। (তা) এক লিখিত কিতাব।

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝

২২। নৈকট্যপ্রাপ্তরা একে (সরাসরি) দেখতে পাবে।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝

২৩। ^{২৩}নিশ্চয় পুণ্যবানরা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

২৪। ^{২৪}সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে (তারা চারদিকে) চেয়ে দেখবে।

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝

২৫। তুমি তাদের চেহারা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা লক্ষ্য করবে।

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ
النَّعِيمِ ۝

২৬। তাদেরকে মোহরাঙ্কিত খাঁটি সূরা^{২২৩৪} থেকে পান করানো হবে।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۝

২৭। এর মোহর হবে কস্তুরীর। সুতরাং প্রত্যাশীরা এ (বিষয়েই) প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করুক।

خِتَمُهُمْ مِسْكَ ۖ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَتَا فِيسِ
الْمُتَنَتَا فِسُونَ ۝

২৮। আর এতে থাকবে ‘তাসনীমের’ সংমিশ্রণ,

وَمَرَّاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝

২৯। (অর্থাৎ) এমন এক বারণা, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝

৩০। ^{২৫}নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মু’মিনদের সাথে হাসিঠাট্টা^{২২৩৫} করতো।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝

৩১। আর তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা পরস্পর চোখ টিপাটিপি করতো।

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَخَفَتُونَ ۝

৩২। ^{২৬}আর তারা তাদের পরিবারপরিজনদের কাছে ফিরে আসার সময় বাজে কথা বলতে বলতে ফিরে আসতো।

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا
فَكَهَيْنَ ۝

দেখুন : ক. ৪৫ঃ৩১; ৮২ঃ১৪ খ. ১৫ঃ৪৮; ১৮ঃ৩২; ৩৬ঃ৫৭; ৭৬ঃ১৪ গ. ২৩ঃ১১১ ঘ. ৮৪ঃ১৪।

৩২৯৩। ‘সিজ্জীন’ শব্দটি একবচন এবং ‘ইল্লীয্যুন’ শব্দটি বহুবচন। এতে মনে হয় দুষ্কর্মকারীদের শাস্তি একই স্থানে, একই অবস্থায় চলতে থাকবে। অপরদিকে ধর্মপরায়ণ সৎকর্মশীলদের আধ্যাত্মিক উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে; তারা একরূপ থেকে অন্যরূপে, এক মর্যাদা থেকে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাকবে।

৩২৯৪। ‘মোহরাঙ্কিত খাঁটি সূরা’ যদি কুরআনকে বুঝিয়ে থাকে তাহলে ‘তাসনীম’ বলতে মহানবী (সাঃ) এর অনুগামীদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য-প্রাপ্তগণের প্রতি অবতীর্ণ ঐশী-বাণীকে (ওহী-ইলহাম) বুঝাতে পারে।

৩২৯৫। ইসলামের বিজয় ও বিস্তারের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কাফিররা হাসি-ঠাট্টা করতো। কেননা এসব ভবিষ্যদ্বাণী সে সময়ে করা হয়েছিল যখন মুসলমানরা কোনরূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

৩৩। আর তারা যখন এদের দেখতো তারা বলতো, ‘এরা নিশ্চয়ই বিপথগামী।’

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। অথচ তাদেরকে এদের ওপর তত্ত্বাবধায়করূপে পাঠানো হয়নি।

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা আজ কাফিরদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে।

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তারা সুসজ্জিত পালকে বসে তাকিয়ে দেখবে^{৩২৯৬}।

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। (তারা একে অন্যকে বলবে,) ‘কাফিররা যা করতো এর পূর্ণ প্রতিফল কি তাদের দেয়া হয়নি?’

هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٧﴾

৩২৯৬। শব্দগুলোর অর্থ হলো : (১) সম্মানের আসনে বসে মু’মিনরা অহঙ্কারী কাফিরদের চরম দুর্দশা প্রত্যক্ষ করবে, অথবা (২) কর্তৃত্বের আসনে বসে তারা মানুষের প্রতি ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করবে, অথবা (৩) তারা অন্যান্য সকলের প্রয়োজনাঙ্গাদি মিটিবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করবে-‘নাযারা’ শব্দের এও একটি অর্থ (লেইন)।